জনসমক্ষে রাজন হত্যার মতো নিষ্ঠুর হৃদয়বিদারক ঘটনা আবারো প্রমান করেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ উদার মূল্যবোধ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সামাজিক অবক্ষয় রোধে কার্যকর নয়

খবরঃ

গত ৮/৭/১৫ তারিখে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সিলেটে সামিউল আলম রাজন নামক ১৩ বছরের এক বালককে ভ্যান চুরির সাথে জড়িত থাকার কথিত অভিযোগে উচ্ছৃঙ্খল কতিপয় ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার ও নির্যাতন করে হত্যা করেছে। অপরাধীরা শুধুমাত্র বর্বরের মতো নির্যাতন করে রাজনকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা এই ঘটনার দৃশ্য ধারন করে অনলাইনে আপলোড করেছে। তাদের নির্যাতনের ফলে রাজনের দেহে ৬০টিরও অধিক ক্ষতচিহ্নের আলামত পাওয়া গেছে। বালকটিকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং যখন সে তার জীবন রক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিল তখন তারা বিদ্রূপ করে হাসতে হাসতে বারংবার আঘাত করছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ ঘটনাটির প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং যখন রাজনের পিতা অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করতে গিয়েছিল তখন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা তাকে পুলিশ স্টেশন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মন্তব্যঃ

এই বর্বরতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি বাংলাদেশে হিংস্র অপরাধের ক্রমবর্ধমান প্রবনতার একটি নিদর্শন মাত্র। রাজন হত্যাকান্ডের মর্মস্পর্শী ঘটনা প্রমান করে যে, বর্তমান সমাজ শিশুদের প্রতিও মায়া-মমতা ও সহানুভুতির মতো সুকুমার বৃত্তিগুলো হারিয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র অসহায় শিশুদের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি নারীদের সাথেও গৃহের অভ্যন্তরে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে গা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা অহরহ ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্বারা জনসমক্ষে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারার মতো ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে অভ্যস্ত। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতাগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে খুন, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ও নারীদেরকে যৌন হয়রানির মতো ঘটনাবলীর বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এই মুহূর্তে ভীতি ও আতঙ্কের সংস্কৃতিই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আমাদের ভোগবাদী সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আমাদের এটা উলেস্নখ করা প্রয়োজন যে, ধর্ষকামী বিকৃত মানসিকতা নিয়ে জনসমক্ষে দরিদ্র শিশু রাজনকে হত্যার ঘটনা আমাদের সমাজের "মৌলিক নীতিসমূহের" শোচনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অসারতাকে এবং গণতন্ত্রের অসুস্থ প্রকৃতিকেই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সকল ধরনের বর্বরতার স্থায়ী অবসান ঘটানোর জন্য যে প্রশ্নটি এই মুহূর্তে আলোচনা করা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে: নৈতিকতার এই চরম অধঃপতনের জন্য কাকে জবাবদিহি করা প্রয়োজন? শুধুমাত্র অপরাধী ও কুকর্মকারীদের, নাকি সেইসব ধর্মনিরপেক্ষ উদার বুদ্ধিজীবীদের, যারা সামাজিক কল্যানের নিমিত্তে সামাজিক অবক্ষয় দূর করার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে? বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক নৈতিকতার অবক্ষয়ের মূল কারণকে চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র সমস্যার উপসর্গ ও ফলাফলের বিষয়ে আলোচনা করা খুবই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাজন হত্যাকান্ডের পরে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, পন্ডিত এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ এধরনের অপরাধের কারণ হিসেবে মনোবিকারগ্রস্থ মানসিকতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। যদিওবা যেকোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যে, এগুলো সমস্যার মূল কারণ নয় বরং সমস্যার ফলাফল। যখন মানুষ ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে এবং মানুষের মনকে সমাজ পরিচালনার জন্য লাগামহীন স্বাধীনতা প্রদান করে তখন মানবসৃষ্ট যুলুম-নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের মতো সুন্দর সুন্দর শব্দগুলো শুধুমাত্র কিতাবেই স্থান পায়। জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন এসব ধর্মনিরপেক্ষ উদার বুদ্ধিজীবীরা এই বাস্তব সত্যটি খুব ভালভাবেই জানে এবং তারা জনগণের মনোযোগ সত্যিকারের সমস্যা থেকে সরিয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে সকল সমস্যার মূল কারণ এই ব্যর্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য সজ্ঞানে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদি এই তথাকথিত "গণতান্ত্রিক বিধিবিধান" এ ধরনের সঙ্কটের সমাধান হতো তবে আমাদেরকে আধুনিক গণতন্ত্রের সুতিকাগার আমেরিকাতে প্রতি বছর ৩০ লক্ষেরও অধিক শিশু-নির্যাতনের প্রতিবেদন দেখতে হতো না। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, বিগত ১৪ বছরে আমেরিকাতে ২০,০০০-এরও অধিক শিশুকে তাদের পরিবারের সদস্যরা নিজ গৃহে হত্যা করেছে, যা ইরাক ও আফগানিস্থানে মৃত্যুবরণকারী আমেরিকার সৈন্যসংখ্যার চারগুনেরও অধিক। বিক্রি হয়ে যাওয়া ওয়াশিংটনপন্থী এইসব তাবেদার বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ উদার নৈতিকতাসমূহ যদি সত্যই সামাজিক নির্যাতন ও হিংস্রতার সমাধান হতো তবে আমেরিকা ১ কোটি ২০ লক্ষেরও অধিক মানসিক বিকারগ্রস্থ অসুস্থ মানুষের দেশ হিসেবে পরিগণিত হতো না।

অতএব, এই মুহূর্তে আমাদের একটি আলোকিত চিন্তা প্রয়োজন যা মানবিক মূল্যবোধসমূহের এই বিপদজনক অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে। সব ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ও সামাজিক গবেষণাসমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীদের সম্মান ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ ইতিমধ্যেই অবগত রয়েছে যে, সকল ধরনের সামাজিক অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে শারী'আহ্ আইনের অনুপস্থিতি, যা পশ্চিমাদের কর্তৃক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। এমনকি অনেক কুখ্যাত প্রাচ্যবিদও ১৩০০ বছরের খিলাফতের ইতিহাসকে নারী ও শিশুদের উপরে কোনরূপ যুলুম হয়েছে বলে কলঙ্কিত করতে সক্ষম হয়নি। অতএব, হিযবুত তাহ্রীর-এর নিষ্ঠাবান ও কার্যকর নেতৃত্বের অধীনে বহুল আকাঙ্খিত দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অচলাবস্থার নিরসন করা প্রয়োজন।

হিযবুত তাহ্রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের জন্য লিখেছেন
ইমাদুল আমিন,
হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সদস্য

২০ শাওয়াল, ১৪৩৬
০৫ আগষ্ট, ২০১৫